সংবাদ

তারিখ ২৪ MAR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা : মঙ্গলবার ১০ চৈত্র ১৪১৫
Dhaka : Tuesday 24 March 2009

সম্পাদকীয়

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের 'পদত্যাগ' এবং স্বাস্থ্য খাতে অস্থিরতা

দেশের একমাত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শীর্ষ কর্মকর্তা সরকারের চাপের মুখে 'পদত্যাগ' করতে বাধ্য হয়েছেন। তারা হলেন উপাচার্য প্রফেসর নজরুল ইসলাম এবং দুই উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, আওয়ামী লীগপন্থি স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) দেয়া তালিকা অনুযায়ী নিয়োগ ও ওএসডি না করায় সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে উপাচার্যকে তার পদ ছেড়ে দেয়ার জন্য অনবরত চাপ দেয়া হয়। সেই চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শীর্ষ কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন। সরকারের তরফ থেকে বলেও দেয়া হয়েছিল, 'ব্যক্তিগত কারণে' পদত্যাগ করতে হবে। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে 'ডক্টরস এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ' (ড্যাব) স্বাস্থ্য খাতে সব নিয়োগ-বদলি নিয়ন্ত্রণ করত। এবার বোধহয় 'স্বাচিপ'-এর রাজত্ব শুরু হলো। এখন পর্যন্ত স্বাচিপের সভাপতি বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক। তিনি এখনও সভাপতির পদে বহাল আছেন।

বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে স্বাস্থ্য খাতের রাজনীতিকরণের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়েও ড্যাবের নির্দেশিত শীর্ষ কর্মকর্তারা নিয়োগ পান। 'ডি-পলিটিক্যালাইজেশন'-এর অংশ হিসেবে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের শেষ দিকে অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব নেন। একই সঙ্গে দায়িত্ব নেন দুই উপ-উপাচার্য চৌধুরী আলী কাওসার ও মোহাম্মদ কামাল এবং কোষাধ্যক্ষ রুহুল আমিন মিয়া। সে সময় বিএনপিপন্থি ড্যাব তাদের নিয়োগের বিরোধিতা করলেও আওয়ামীপন্থি স্বাচিপ স্বাগত জানায়। আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর থেকেই স্বাচিপ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারবেন না বলে অভিযোগ করে আসছে। স্বাচিপের সভাপতি বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনৈতিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যকে 'ব্যক্তিগত কারণে' পদত্যাগের জন্য চাপ দেন। তিনি উপাচার্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতে পারেননি। ড্যাবের বদলে এখন কি 'স্বাচিপ' নামের দলীয় চিকিৎসক সংগঠনের রাজত্ব শুরু হলো? বিদায়কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, একটি সংগঠন আমাকে লিস্ট দিয়ে বলছে, এই লোকটাকে এখানে নেন, ওকে ওখানে নেন। এটা তো আমি শুনব না।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই প্রশাসনের সর্বস্তরে তছনছ করার উদ্যোগ নিচ্ছে। তার থেকে স্বাস্থ্য খাতও বাদ যাচ্ছে না। মোটামুটি নির্দলীয় ও ক্লিন ইমেজ থাকা সত্ত্বেও অধ্যাপক নজরুল ইসলামকে বিদায় নিতে হলো। এদিকে কারও পেশাদারি দক্ষতা বিবেচনায় না নিয়ে সারাদেশে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ব্যাপকহারে ওএসডি, বাধ্যতামূলক বদলি ও চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে। চিকিৎসক যদি ড্যাবের সমর্থক হয় তবে তো কথাই নেই। দেশের সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিকমতো চলছে কি না সে ব্যাপারে কোন বিবেচনায় না নিয়েই শীর্ষ পদগুলোতে 'সাচ্চা' আওয়ামী লীগারদের বসানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। তার মধ্যে নাকি জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটও রয়েছে। স্বাচিপের প্ররোচনায় অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের বদলি ও ওএসডি করাটা স্বাস্থ্য খাতকে দলীয়করণের নীলনকশা হতে পারে। কিন্তু তাতে স্বাস্থ্য খাতের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের এ পদত্যাগ করানো যদি আলামত হয়, তবে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা শেষ হতে থাকবে। এ প্রক্রিয়াটি শেষ করে দেয়া উচিত।